খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : كتاب الحج (হজ্জ পর্ব)

١ .عرّف الحج لغةً واصطلاحاً على المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এটি একটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমষ্টি। মক্কা ও মদিনার পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ তায়ালার প্রেমে নিজেকে সঁপে দেওয়াই হজের মূল শিক্ষা। ৯ম হিজরিতে হজ ফরজ হয়।

আভিধানিক অর্থ:

'হজ' (الحج) শব্দটি আরবি। আভিধানিক অর্থে এর অর্থ হলো—কোনো মহৎ কাজের ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা (الْقَصْدُ إِلَى شَيْءٍ مُعَظَّمٍ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো বারবার যাতায়াত করা। যেহেতু হাজীরা বারবার বাইতুল্লাহ জিয়ারতে যান, তাই একে হজ বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরীয়তের পরিভাষায় হজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন:

"নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট কিছু কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর জিয়ারত করার সংকল্প করাকে হজ বলে।"

'কানযুদ দাকায়িক' ও 'হেদায়া' গ্রন্থের ভাষ্যমতে: "ইহরাম বেঁধে জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (জিয়ারত) করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

হানাফী মাযহাবে হজের সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় মূল:

১. নির্দিষ্ট সময় (আশহুরে হুরুম): শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ মাস।

২. নির্দিষ্ট স্থান: আরাফার ময়দান ও কাবা শরীফ।

৩. নির্দিষ্ট কাজ: ইহরাম, ওকুফে আরাফা (অবস্থান) এবং তাওয়াফে জিয়ারত।

দলিল:

হজের আভিধানিক অর্থের দলিল হিসেবে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ: মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

٢ .ما هي مشروعية الحج ودليل وجوبه من القرآن؟

প্রশ্ন-২: হজ্জের বিধিবদ্ধকরণ কী এবং কুরআন থেকে এর ফরজ হওয়ার দলিল উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ মুসলিম উম্মাহর বিশ্বজনীন সম্মেলনের প্রতীক। এটি সামর্থ্যবানদের ওপর জীবনে একবার ফরজ। হজ প্রবর্তনের ইতিহাস হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির সাথে জড়িত, যা পরবর্তীতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ফরজ করা হয়েছে।

হজের মাশরুয়িয়াত বা বিধিবদ্ধকরণ:

হজ ইসলামের একটি রুকন এবং 'ফরজে আইন'। নবম হিজরি সনে মদিনায় হজ ফরজ হওয়ার বিধান নাজিল হয়।

যার ওপর হজের শর্তাবলী পাওয়া যাবে, তার ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। এটি অস্বীকার করা কুফরি এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আদায় না করা ফাসিকী ও কবিরা গুনাহ। ইহুদি বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার ধমকি হাদিসে এসেছে।

হজের মূল উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের জান, মাল ও অহমিকা বিলীন করে দেওয়া এবং বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করা।

কুরআন থেকে দলিল:

পবিত্র কুরআনে হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলিল রয়েছে।

১. আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

অর্থ: মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর যে তা অস্বীকার করল (সে জানুক), নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

২. হজ ও উমরা পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

৩. হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আজানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

অর্থ: এবং আপনি মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দিন; তারা আপনার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে। (সূরা হজ: ২৭)

٣ .اذكر أنواع الحج من حيث الوجوب والاستحباب.

প্রশ্ন-৩: ফরজ ও মুস্তাহাবের দিক থেকে হজ্জের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

সকল হজ একই মানের নয়। দায়িত্ব ও আবশ্যকতা বিচারে হজের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ফিকহবিদগণ হুকুমের দিক থেকে হজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

হজের প্রকারভেদ (হুকুমগত):

১. ফরজ হজ (الحج الفرض):
প্রত্যেক স্বাধীন, সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। একে 'হজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের হজ বলা হয়। সামর্থ্য হওয়ার পর বিলম্ব না করে প্রথম বছরেই তা আদায় করা ওয়াজিব।

২. ওয়াজিব হজ (الحج الواجب):

কিছু বিশেষ কারণে হজ ওয়াজিব হয়। যেমন:

- **মানতের হজ (হজ্জুন নজর):** যদি কেউ মানত করে যে, 'আমার অমuk কাজ হলে আমি হজ করব', তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।
- **কাজা হজ:** নফল হজ শুরু করে যদি কেউ তা মাঝপথে ভেঙে ফেলে বা নষ্ট করে ফেলে, তবে তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব।

৩. নফল হজ (حج التطوع):

ফরজ আদায়ের পর অতিরিক্ত যত হজ করা হয়, তার সবই নফল হজ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি নাবালক অবস্থায় হজ করলেও তা নফল হবে (বড় হলে আবার ফরজ হজ করতে হবে)। নফল হজ বারবার করা মুস্তাহাব এবং অশেষ সওয়াবের কারণ।

দলিল:

ফরজ হজের দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)।

নফল হজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ

অর্থ: তোমরা হজ ও উমরা একাধারে (বারবার) করতে থাকো। কেননা তা দারিদ্র্য ও গুনাহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে। (সুনানে তিরমিজি)

٤ .عرّف حج التمتع والقران والإفراد.

প্রশ্ন-৪: হজ্জে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ আদায়ের পদ্ধতি বা ইহরাম বাঁধার ধরন অনুযায়ী হজ তিন প্রকার। হাজী সাহেবরা তাদের সুবিধা ও নিয়ত অনুযায়ী এর যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন। এগুলো হলো—ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু।

১. হজ্জে ইফরাদ (حج الإفراد):

সংজ্ঞা: 'ইফরাদ' শব্দের অর্থ একক করা। শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে, উমরা ছাড়া কেবল হজের কার্যাবলী সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে।

কাদের জন্য: সাধারণত মক্কাবাসী (আহলে মক্কা) বা হিল এলাকার লোকদের জন্য এই হজ। তবে বিদেশিরাও করতে পারে। এতে কোনো কোরবানি (হাদী) ওয়াজিব নয়।

২. হজ্জে কিরান (حج القران):

সংজ্ঞা: 'কিরান' শব্দের অর্থ মিলানো বা যুক্ত করা। একই ইহরামে হজের সাথে উমরাকে যুক্ত করে, প্রথমে উমরা এবং পরে হজ আদায় করাকে হজ্জে কিরান বলে। অর্থাৎ, মিকাত থেকে হজ ও উমরা—উভয়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে এবং উমরা শেষ করে ইহরাম না খুলে সেই ইহরামেই হজের কাজ শেষ করবে।

ফজিলত: হানাফী মাযহাব মতে এটি সবচেয়ে উত্তম ও কষ্টসাধ্য হজ। এতে 'দম' বা কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব।

৩. হজ্জে তামাত্তু (حج التمتع):

সংজ্ঞা: 'তামাত্তু' অর্থ উপকার ভোগ করা। হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে উমরা পালন করে ইহরাম খুলে ফেলা এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করা। এরপর জিলহজ মাসের ৮ তারিখে মক্কা থেকে নতুন করে হজের ইহরাম বেঁধে হজ পালন করাকে হজ্জে তামাত্তু বলে।

সুবিধা: এতে দীর্ঘ সময় ইহরাম অবস্থায় থাকার কষ্ট নেই। এতেও 'দম' বা কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব।

দলিল:

হজ ও উমরা একত্রে করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থ: অতঃপর যে ব্যক্তি উমরার পর হজের সময় পর্যন্ত (হালাল হওয়ার) সুবিধা ভোগ করবে, সে সাধ্যমতো কোরবানি দিবে। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

হানাফী মাযহাবে কিরান হজের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল রাসূল (সা.)-এর আমল, তিনি বিদায় হজে কিরান করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

٥ .ما شروط وجوب الحج على المكلف؟

প্রশ্ন-৫: মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ একটি ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ইবাদত। তাই আল্লাহ তায়ালা এটি সবার ওপর ফরজ করেননি। যার ওপর হজের আবশ্যিক শর্তগুলো পাওয়া যাবে, কেবল তার ওপরই হজ ফরজ হবে। ফিকহী পরিভাষায় একে 'শুরুতুল ওজুব' বলে।

হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

হানাফী মাযহাব মতে হজ ফরজ হওয়ার জন্য ৭টি শর্ত পূরণ হতে হবে:

১. ইসলাম (الإسلام): হজ পালনকারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের ওপর হজ ফরজ নয়।

২. বুলুগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ): নাবালকের ওপর হজ ফরজ নয়।

৩. আকল বা সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل): পাগলের ওপর হজ ফরজ নয়।

৪. স্বাধীনতা (الحرية): ক্রীতদাসের ওপর হজ ফরজ নয়, কারণ সে নিজের মালিক নয়।

৫. শারীরিক সুস্থতা (صحة البدن): অন্ধ, পঙ্গু বা এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে বাহনে চড়তে অক্ষম, তার ওপর হজ ফরজ নয় (তবে সম্পদ থাকলে বদলি হজ করাতে হবে)।

৬. আর্থিক সামর্থ্য (الاستطاعة المالية): মক্কায় যাওয়া-আসার খরচ এবং হজে থাকাকালীন নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের খরচ থাকার সামর্থ্য থাকতে হবে।

৭. নিরাপত্তা ও সময়ের প্রশস্ততা: যাতায়াতের পথ নিরাপদ হতে হবে এবং হজের সময় বাকি থাকতে হবে।

মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত:

নারীদের ক্ষেত্রে হজ ফরজ হওয়ার জন্য বা আদায় করার জন্য সাথে 'মাহরাম' (স্বামী বা যার সাথে বিবাহ হারাম) পুরুষ থাকা শর্ত। মাহরাম ছাড়া নারীদের হজ সফরে যাওয়া হানাফী মাযহাবে জায়েজ নেই, যদিও হজের দূরত্ব হয়।

দলিল:

সামর্থ্যের শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ: যে ব্যক্তি ওই পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

মাহরামের ব্যাপারে হাদিস:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

অর্থ: কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে। (সহীহ বুখারী)

٦ .اذكر أركان الحج الأساسية في المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-৬: হানাফী মাযহাবে হজ্জের মৌলিক রুকনসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু কাজ অপরিহার্য, যাকে রুকন বা ফরজ বলা হয়। এর কোনো একটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যায় এবং কোরবানির (দম) মাধ্যমেও তা শোধরানো যায় না। হানাফী মাযহাব মতে হজের রুকন ও শর্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

হজের রুকনসমূহ (হানাফী মাযহাব):

হানাফী মাযহাব মতে হজের মূল রুকন বা ফরজ মাত্র ২টি। যথা:

১. ওকুফে আরাফা (الوقوف بعرفة):

৯ই জিলহজ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ই জিলহজ সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানের যেকোনো স্থানে সামান্য সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা। এটি হজের প্রধান রুকন। কেউ যদি এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে, তবে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে।

২. তাওয়াফে জিয়ারত (طواف الزيارة):

একে তাওয়াফে ইফাদাও বলা হয়। ১০ই জিলহজ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাইতুল্লাহ শরীফ ৭ বার প্রদক্ষিণ করা। হানাফী মতে তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর (৪টি) দেওয়া ফরজ। এটি হজের দ্বিতীয় রুকন।

ইহরামের অবস্থান:

হানাফী মাযহাব মতে 'ইহরাম' (নিয়তসহ তালবিয়া পাঠ) হজের রুকন নয়, বরং এটি হজের 'শর্ত' (নামাজের জন্য তাকবীরে তাহরিমার মতো)। অর্থাৎ ইহরাম ছাড়া হজের কোনো কাজই শুরু করা যাবে না। কিন্তু শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবে ইহরামকেও রুকন বলা হয়েছে।

দলিল:

ওকুফে আরাফার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

অর্থ: হজ হলো আরাফা (অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানই হজের মূল)। (সুনানে তিরমিজি)

তাওয়াফে জিয়ারত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

অর্থ: এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের (কাবা শরীফের) তাওয়াফ করে। (সূরা হজ: ২৯)

٧ .ما واجبات الحج التي يجب على الحاج أداؤها؟

প্রশ্ন-৭: হজ্জের ওয়াজিবসমূহ যা হাজীকে আদায় করতে হয় তা বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। হজের ক্ষেত্রে ওয়াজিব কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে। আর ভুলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটলে 'দম' (একটি ছাগল কোরবানি) দিলে হজ শুদ্ধ হয়ে যাবে, হজ বাতিল হবে না।

হজের প্রধান ওয়াজিবসমূহ:

হানাফী মাযহাব মতে হজের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবগুলো নিম্নরূপ:

১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা: মিকাত (নির্ধারিত সীমানা) অতিক্রম করার আগেই ইহরাম গ্রহণ করা।

২. সাঈ করা: সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার দৌড়ানো বা দ্রুত হাঁটা।

৩. ওকুফে মুজদালিফা: ১০ই জিলহজ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা।

৪. রমিয়ে জিমার (কঙ্কর নিক্ষেপ): মিনায় শয়তানের স্তম্ভগুলোতে (জামারাতে) ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৫. মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা: ইহরাম খোলার সময় (১০ই জিলহজ) মাথা হলক (মুন্ডানো) বা কসর (ছোট) করা।

৬. দম বা কোরবানি দেওয়া: কিরান ও তামাত্তু হজকারীদের জন্য কোরবানি করা ওয়াজিব (ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব)।

৭. তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ): মক্কার বাইরের লোকদের জন্য হজ শেষে বাড়ি ফেরার আগে শেষবারের মতো কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

দলিল:

সাঈ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারা: ১৫৮)

কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পর্কে হাদিস:

رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) কোরবানির দিন জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। (সহীহ বুখারী)

٨. اذكر محرمات الإحرام للرجال والنساء.

প্রশ্ন-৮: পুরুষ ও নারীর জন্য ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইহরাম বাঁধার পর একজন হাজীর ওপর সাধারণ অবস্থায় হালাল এমন অনেক কাজ হারাম হয়ে যায়। এই নিষিদ্ধ কাজগুলোকে 'মাহজুরাতে ইহরাম' বলে। এগুলো থেকে বিরত থাকা হজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ:

পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ:

১. শরীরের যেকোনো স্থানের চুল বা লোম কাটা বা ছিঁড়া।

২. হাত বা পায়ের নখ কাটা।

৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা (শরীরে বা কাপড়ে)।

৪. স্ত্রী-সহবাস করা (এতে হজ বাতিল হয়ে যায়)।

৫. যৌন উদ্দীপক আচরণ বা চুম্বন করা।

৬. স্থলচর প্রাণী শিকার করা বা শিকারীকে সাহায্য করা।

৭. ঝগড়া-বিবাদ বা গালিগালাজ করা।

শুধু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ:

১. সেলাই করা কাপড় পরা: যেমন শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি। (লুঙ্গি ও চাদরের মতো সেলাইবিহীন কাপড় পরতে হবে)।

২. মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকা: টুপি বা পাগড়ি দিয়ে মাথা ঢাকা যাবে না এবং মুখও খোলা রাখতে হবে।

৩. পায়ের উপরের অংশ ঢেকে যায় এমন জুতা পরা: এমন জুতা পরতে হবে যাতে পায়ের পাতার উপরের হাড় দেখা যায়।

শুধু নারীদের জন্য নিষিদ্ধ:

১. মুখমন্ডলে কাপড় স্পর্শ করা: নারীরা সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে এবং মাথাও ঢাকবে, কিন্তু নেকাব বা কোনো কাপড় মুখের সাথে লাগিয়ে রাখতে পারবে না। পরপুরুষ থেকে পর্দার জন্য মুখের সামনে কাপড় ঝুলিয়ে রাখবে যেন তা ত্বক স্পর্শ না করে।

দলিল:
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
অর্থ: হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাকারা: ১৯৭)

পোশাকের ব্যাপারে হাদিস:
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ...
অর্থ: মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা... পরিধান করবে না। (সহীহ বুখারী)

٩. ما هي أحكام الطواف وأنواعه في الحج؟

প্রশ্ন-৯: হজ্জে তাওয়াফের হুকুম ও এর প্রকারভেদ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

কাবা শরীফের চারপাশে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে। এটি হজের অন্যতম প্রধান আমল। নামাজের মতো তাওয়াফের জন্যও পবিত্রতা (ওযু) শর্ত।

তাওয়াফের প্রকারভেদ:

হজ ও উমরার কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে তাওয়াফ কয়েক প্রকার:

১. তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ): মিকাতের বাইরে থেকে আগত (আফাকী) ইফরাদ বা কিরান হজকারীদের জন্য মক্কায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম এই তাওয়াফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

২. তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ তাওয়াফ): এটি হজের রুকন। ১০ই জিলহজ থেকে ১২ই জিলহজের মধ্যে এটি আদায় করা ফরজ। এটি ছাড়া হজ হবে না।

৩. তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ): মক্কার বাইরের হাজীদের জন্য মক্কা ত্যাগের পূর্বে এই তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

৪. তাওয়াফে উমরা: যারা উমরা করবে তাদের জন্য এই তাওয়াফ করা ফরজ।

৫. তাওয়াফে নফল: যেকোনো সময় সওয়াবের নিয়তে নফল তাওয়াফ করা যায়। এটি নফল নামাজের চেয়ে উত্তম (বহিরাগতদের জন্য)।

তাওয়াফের হুকুম ও নিয়ম:

- **ওযু থাকা:** তাওয়াফের জন্য ওযু থাকা ওয়াজিব। ওযু ছাড়া তাওয়াফ করলে দম বা সদকা দিতে হবে।
- **সতর ঢাকা:** শরীর ঢাকা ফরজ।

- **শুরুর স্থান:** হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) থেকে শুরু করে কাবাকে বাম দিকে রেখে ৭ বার চক্কর দিতে হয়।

- **রমল ও ইজতিবা:** তাওয়াফে কুদুম বা উমরার তাওয়াফে পুরুষদের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রমল' (বীরদর্পে কাঁধ হেলিয়ে হাঁটা) এবং 'ইজতিবা' (চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধে রাখা) করা সুন্নত।

দলিল:
তাওয়াফ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
অর্থ: এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। (সূরা হজ: ২৯)

١٠ .ما حكم الوقوف بعرفة ووقته؟

প্রশ্ন-১০: আরাফায় অবস্থানের হুকুম ও এর সময় কী?

উত্তর:
ভূমিকা:
হজের কার্যক্রমের মধ্যে 'ওকুফে আরাফা' বা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হজ মানেই আরাফা"। এটি হজের রূহ বা প্রাণ।

ওকুফে আরাফার হুকুম:

আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজের 'রুকন' বা ফরজ। যদি কোনো হাজী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে, তবে তার হজ সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। এর কোনো কাজা বা কাফফারা (দম) দিয়ে সংশোধন সম্ভব নয়; তাকে পরবর্তী বছর আবার হজ করতে হবে।

অবস্থানের সময় (ওয়াক্ত):

- **শুরুর সময়:** ৯ই জিলহজ সূর্য ঢলে পড়ার পর (দ্বিপ্রহর বা জাওয়াল) থেকে শুরু হয়।

- শেষ সময়: ১০ই জিলহজ সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যেকোনো সময় আরাফার সীমানার ভেতরে অবস্থান করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে। চাই সে জাগ্রত থাকুক বা ঘুমন্ত, জ্ঞান থাকুক বা অজ্ঞান।

ওয়াজিব সময়:

হানাফী মাযহাব মতে, ৯ই জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ সূর্যাস্তের আগেই আরাফার সীমানা ত্যাগ করে চলে আসে, তবে তার ওপর 'দম' (কোরবানি) ওয়াজিব হবে। তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ

অর্থ: হজ হলো আরাফা। যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতে ফজর উদয়ের পূর্বে (আরাফায়) পৌঁছাল, সে হজ পেল। (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিজি)

١١ .ما حكم الحلق والتقصير في الحج؟

প্রশ্ন-১১: হজ্জে মাথা মুন্ডন ও চুল ছাঁটার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ ও উমরার ইহরাম থেকে হালাল বা মুক্ত হওয়ার জন্য চুল কাটা অপরিহার্য বিধান। একে ফিকহী পরিভাষায় 'হলক' (মুন্ডানো) ও 'কছর' (ছোট করা) বলা হয়। এটি হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, হজের ১০ই জিলহজ মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানি (যদি থাকে) করার পর ইহরাম খোলার জন্য হলক বা কছর করা ওয়াজিব। এটি না করে ইহরাম খুললে বা স্বাভাবিক কাপড় পরলে 'দম' বা জরিমানা ওয়াজিব হবে।

পদ্ধতি:

১. পুরুষদের জন্য:

- **হলক (মুন্ডানো):** সম্পূর্ণ মাথার চুল ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে মুন্ডিয়ে ফেলা। এটি পুরুষদের জন্য 'আফজাল' বা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার মাগফিরাতের দোয়া করেছেন।

- **কছর (ছোট করা):** সমস্ত মাথার চুল বা অন্তত এক-চতুর্থাংশ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক কর (আঙ্গুলের এক গিরা) পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি ছোট করা। এটি জায়েজ, তবে মুন্ডানোর চেয়ে সওয়াব কম।

২. **মহিলাদের জন্য:**

- নারীদের জন্য মাথা মুন্ডানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। তারা মাথার চুলের আগা থেকে এক কর পরিমাণ (প্রায় এক ইঞ্চি) চুল কেটে ফেলবে। এটিই তাদের জন্য কছর।

স্থান ও সময়:

এই চুল কাটা অবশ্যই হারামের সীমানার ভেতরে (মক্কা বা মিনা) হতে হবে এবং ১০ই জিলহজ থেকে ১২ই জিলহজের মধ্যে হতে হবে। হারামের বাইরে বা নির্ধারিত সময়ের পরে কাটলে জরিমানা দিতে হবে।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

অর্থ: আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে—কেউ কেউ মাথা মুন্ডন করে এবং কেউ কেউ চুল ছোট করে। (সূরা ফাতহ: ২৭)

হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ...

অর্থ: রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি মুন্ডনকারীদের ক্ষমা কর।' সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করেছে তাদের জন্যও কি?'... তিনি তৃতীয়বার বললেন, 'এবং যারা ছোট করেছে তাদেরও।' (সহীহ বুখারী)

١٢ .عرّف الهدي وأنواعه في الحج.

প্রশ্ন-১২: হজ্জে হাদীর সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হারামের সীমানায় যে পশু জবেহ করা হয়, তাকে ‘হাদী’ বলা হয়। এটি হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিআর বা নিদর্শন।

হাদীর সংজ্ঞা:

‘হাদী’ (الهدي) অর্থ হলো উপহার বা উপঢৌকন।

পারিভাষিক সংজ্ঞায়: হজের দিনগুলোতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বা হজের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে হারামের সীমানার ভেতরে (যেমন মিনায় বা মক্কায়) যে পশু কোরবানি করা হয়, তাকে হাদী বলে।

হাদীর পশু হতে হবে চতুষ্পদ জন্তু—যেমন উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা।

হাদীর প্রকারভেদ:

উদ্দেশ্য ও হুকুমের ভিত্তিতে হাদী কয়েক প্রকার:

১. হাদীয়ে তামাত্তু ও কিরান (دم الشكر):

যারা তামাত্তু বা কিরান হজ আদায় করেন, তাদের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ একটি পশু কোরবানি করা ওয়াজিব। একে ‘দমে শুকর’ বলা হয়। এটি ১০ই জিলহজ থেকে ১২ই জিলহজের মধ্যে করতে হয়।

২. হাদীয়ে জানাযাত (دم الجناية):

ইহরাম অবস্থায় কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে (যেমন সুগন্ধি লাগানো, সেলাই করা কাপড় পরা) অথবা হজের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিলে জরিমানা স্বরূপ যে পশু জবেহ করা ওয়াজিব হয়।

৩. হাদীয়ে ইহসার (دم الإحصار):

যদি কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর শত্রু বা অসুস্থতার কারণে হজের কাজ সম্পন্ন করতে বাধাগ্রস্ত হয়, তবে ইহরাম খোলার জন্য হারামের সীমানায় যে পশু পাঠানো বা জবেহ করা ওয়াজিব।

৪. হাদীয়ে তাতাওউ (هدي التطوع):

ইফরাদ হজকারী বা অন্য যে কেউ সওয়াবের আশায় নফল হিসেবে যে কোরবানি দেয়। এটি মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজে ১০০টি উট কোরবানি দিয়েছিলেন (যার অধিকাংশ নফল ছিল)।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ কর। যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজলব্দ কোরবানি (হাদী) দাও। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

١٣ .ما أحكام العمرة ووجوبها؟

প্রশ্ন-১৩: উমরার হুকুম ও তা ফরজ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

'উমরা' (العمرة) কে ছোট হজ বা 'হাজ্জে আসগার' বলা হয়। এটি হজের চেয়ে সহজ এবং বছরের যেকোনো সময় পালন করা যায়। হজের মতো উমরাও একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত।

উমরার সংজ্ঞা:

ইহরাম অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করার পর মাথা মুন্ডন করে হালাল হওয়াকে উমরা বলে। এতে আরাফায় অবস্থান বা কোরবানি নেই।

উমরার হুকুম:

উমরার হুকুম নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. হানাফী মাযহাব: হানাফী মতে জীবনে একবার উমরা করা 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'। এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়, তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: তাঁদের মতে জীবনে একবার উমরা করা 'ফরজ'।

আদায়ের সময়:

বছরের যেকোনো দিন উমরা করা জায়েজ। তবে ৫ দিন (হজের দিনসমূহ: ৯ জিলহজ থেকে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত) উমরা করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ এই সময় হজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। রমজান মাসে উমরা করা হজের সমান সওয়াব।

উমরার ওয়াজিব ও ফরজ:

- **ফরজ ২টিক:** ১. ইহরাম বাঁধা, ২. তাওয়াফ করা।
- **ওয়াজিব ২টিক:** ১. সাফা-মারওয়া সাঈ করা, ২. মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা।

দলিল:

হানাফী মাযহাবে সুন্নত হওয়ার দলিল হলো জাবের (রা.)-এর হাদিস। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, উমরা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন:
لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
অর্থ: না, তবে তোমাদের উমরা করা তোমাদের জন্য উত্তম। (সুনানে তিরমিজি)
অন্য আয়াতে হজ ও উমরা পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে, যা এর গুরুত্ব প্রমাণ করে:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
অর্থ: আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

١٤ .اذكر أصناف من يجوز لهم الجمع بين حج وعمرة.

প্রশ্ন-১৪: যাদের জন্য হজ্জ ও উমরা একসাথে করা জায়েজ তাদের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

একই সফরে বা একই সাথে হজ ও উমরা পালন করাকে হজ্জে কিরান বা তামাত্তু বলা হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব এলাকার মানুষের জন্য এই সুবিধা নেই। ফিকহ শাস্ত্র অনুযায়ী ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে হাজীদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

হজ ও উমরা একত্র করার বিধান:

১. আফাকী (The Afaqi - বহিরাগত):

যাদের বাড়ি মিকাতের বাইরে (যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর বা মদিনার লোকেরা)।

- **হুকুম:** এদের জন্য হজ ও উমরা একত্রে করা (কিরান বা তামাত্তু) **জায়েজ এবং উত্তম**। বরং হানাফী মাযহাব মতে তাদের জন্য ইফরাদ (শুধু হজ) করার চেয়ে কিরান হজ করা বেশি ফজিলতপূর্ণ।

২. আহলে মক্কা (মক্কাবাসী):

যাদের বাড়ি মক্কা শরীফের ভেতরে বা হারামের সীমানায়।

- **হুকুম:** এদের জন্য হজ ও উমরা একত্র করা (কিরান বা তামাত্তু) **জায়েজ নেই বা মাকরুহ**। তারা শুধু হজ্জে ইফরাদ (একক হজ) করবে। হজের দিনগুলোতে তারা শুধু হজ করবে, উমরা করবে না। হজের পরে চাইলে আলাদা উমরা করতে পারে।

৩. আহলে হিল (হিলবাসী):

যাদের বাড়ি মিকাত এবং হারামের মধ্যবর্তী স্থানে (যেমন জেদ্দাবাসী)।

- **হুকুম:** এরা মক্কাবাসীদের হুকুমে। অর্থাৎ এরাও হজ ও উমরা একত্র করতে পারবে না। তাদের জন্যও ইফরাদ হজ করা বিধান।

কারণ:
আল্লাহ তায়ালা হজ ও উমরা একত্র করার সুবিধা (তামাত্তু) তাদের জন্যই দিয়েছেন যারা মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।
দলিল:
কুরআনে এর স্পষ্ট বিধান রয়েছে:

ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ: এই বিধান (তামাত্তু বা একত্র করা) তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের (মক্কার) বাসিন্দা নয়। (সূরা বাকারা: ১৯৬)

١٥ .اكتب كفارات الحج وأحكامها.

প্রশ্ন-১৫: হজ্জের কাফফারাসমূহ ও তার বিধান লিখ।

উত্তর:

ভূমিকা:

হজ অবস্থায় ইহরামের নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা কোনো ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিলে শরিয়ত তার ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারণ করেছে, যাকে 'কাফফারা' বা 'জিনায়াত' বলা হয়। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কাফফারা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কাফফারার প্রকারভেদ ও বিধান:

১. দম (একটি ছাগল বা ভেড়া):

বেশিরভাগ সাধারণ ভুলের জন্য 'দম' ওয়াজিব হয়।

- **কারণসমূহ:** মিকাত অতিক্রমের সময় ইহরাম না বাঁধা, সেলাই করা কাপড় পরা (পূর্ণ একদিন বা একরাত), সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথার চুল বা নখ কাটা, সাঈ না করা, কঙ্কর নিক্ষেপ না করা, বিদায়ী তাওয়াফ ছেড়ে দেওয়া, কুরবানির দিনের আগে চুল কাটা ইত্যাদি।
- **বিধান:** হারামের সীমানার ভেতরে একটি ছাগল বা ভেড়া জবেহ করতে হবে।

২. বাদানা (একটি উট বা গরু):

বড় ধরনের অপরাধের জন্য উট বা গরু কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব হয়।

- **কারণসমূহ:** নাপাক অবস্থায় (গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়) তাওয়াফে জিয়ারত করা, অথবা আরাফায় অবস্থানের পর কিন্তু চুল কাটার আগে স্ত্রী-সহবাস করা।
- **বিধান:** একটি পূর্ণ উট বা গরু হারামের সীমানায় কোরবানি দেওয়া।

৩. সদকা (ফিতরা পরিমাণ):

খুব ছোট ভুলের জন্য সদকা দিতে হয়।

- **কারণসমূহ:** একদিনের কম সময় নিষিদ্ধ কাপড় পরা, অল্প সুগন্ধি লাগানো, নখ বা চুল সামান্য (৪টির কম) কাটা, উকুন মারা ইত্যাদি।

- **বিধান:** প্রতিটি ভুলের জন্য পৌনে দুই সের গম বা তার মূল্য গরিবকে দান করা।

৪. রোজা রাখা:

কিছু ক্ষেত্রে (যেমন শিকার করলে বা মাথার অসুখে চুল কাটলে) কোরবানি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে রোজা রাখার বিকল্প বিধান রয়েছে।

হজ বাতিল হওয়া:

আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যায়। তখন কাফফারা হিসেবে একটি 'দম' দিতে হবে এবং পরবর্তী বছর সেই হজ কাজা করতে হবে।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা মাথায় আঘাত থাকলে (চুল কাটলে), তার ফিদিয়া হলো রোজা রাখা বা সদকা দেওয়া বা পশু কোরবানি করা। (সূরা বাকারা: ১৯৬)